দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 07 DEC 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গনে

শুনতেই মজা

১৯৯২ সাল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় যে শিক্ষা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে সেটা কি বাংলাদেশের জন্য যুক্তিসঙ্গত? ইতিপূর্বের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা বহুগুণ সহজ-সরল। এতে শিক্ষার হার বাড়ছে কিন্তু সুশিক্ষিত কোথায়? বর্তমানে একশ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী, যারা কখনও স্বপ্ন দেখেনি যে, তারা এসএসসি পাস করবে, বাস্তবে দেখা যাচ্ছে তারা রেজাল্ট শীটে ১ম অথবা ২য় বিভাগের সারিতে। পেপারে কার্টুন ছবিতে একদিন দেখছিলাম একজন আরেকজনকে বলছে, "থার্ড ডিভিশন বাগাইলা ক্যামনে?" সত্যিই তাই থার্ড ডিভিশনের কথা শুনলে মানুষ তাৎক্ষণিকভাবে মজা বেশী পায়। আরেকটি মজার ব্যাপার! একদিন এক পরিচিত ভদ্রলোকের সাথে হঠাৎ দেখা। কথা প্রসঙ্গে ভদ্রলোক বলল, "আমার ছেলে এবার এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছিল। ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছে। আমি শুনে খুশী হলাম এবং আল্‌হামদু লিল্লাহ উচ্চারণ করার সাথে সাথে ভদ্রলোক বলল, "কিন্তু দুঃখের বিষয়! আমি ভাবলাম ছেলেটি হয়ত মারা গেছে অথবা মারাত্মক অসুখে পড়েছে অথবা তার পরিবারে অন্য কোন বিপদ ঘটেছে।" ঐ মুহূর্তেই ভদ্রলোক বলল, ফার্স্ট ডিভিশন তো পেয়েছে কিন্তু ছেলে ফার্স্ট ডিভিশন ইংরেজীতে বানান করতে পারে না, এটাই দুঃখের বিষয়। আমি লোকটিকে খুশী করার জন্য বললাম; "ফার্স্ট ডিভিশন তো পেয়েছে।" লোকটি বলল, "হাঁ ভাই! শুনতেই মজা।"

আমি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট আকুল আবেদন করছি যে, বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি সংশোধন করা হোক। কারণ, এ শিক্ষা সাময়িকভাবে মজার ব্যাপার হলেও ভবিষ্যতে পরিবার, সমাজ, তথা দেশ-জাতিকে কি কিছু দিতে পারবে? আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, এরকম মজার শিক্ষাপদ্ধতি দ্বারা শিক্ষিত বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীরা ভবিষ্যতে দেশ-জাতিকে মিষ্টি হিসাবে এক টুকরা গজাও উপহার দিতে পারবে কিনা সন্দেহ।

—এ কে এম পলাশ,
ব্যবস্থাপনা (অনার্স), ১ম বর্ষ,
এম এম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, যশোর।

বিষয়ঃ শিক্ষা খাত সম্প্রসারণ

পত্রিকায় প্রকাশ, বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থানাভাব ও বিরাজমান সন্ত্রাসমূলক পরিস্থিতির কারণে প্রায় ২ লাখ ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন দেশে অধ্যয়নরত। এর প্রায় ৯০ ভাগ পার্শ্ববর্তী দেশে। প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর পিছনে মাসে গড়ে ৫০০০/- টাকা ব্যয় হলে এ পথে শিক্ষা খাতে ব্যয় বছরে ১২০০ কোটি টাকা। যেসব বিভাগে এ সকল ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করে থাকে তার বেশীর ভাগই হচ্ছে ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং, বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষা, হাই স্কুল ও কলেজ লেভেলের পড়াশুনা।

অথচ আশ্চর্যের বিষয় যে, এদেশে এ সকল বিভাগে প্রতিবছর অতিরিক্ত ১২০০ কোটি টাকা খরচ করা হলে বর্তমানে বিদেশে অধ্যয়নরত ২ লাখের পরিবর্তে প্রতিবছর অতিরিক্ত ১০ লাখ ছাত্র-ছাত্রীর অধ্যয়ন সম্ভব হতে পারে।

আমাদের দেশের জনসংখ্যা একমাত্র সম্পদ হবার কারণে এর উন্নয়নের জন্য বিকল্প কোন পন্থা নেই। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল কর্মকর্তাবৃন্দের ও সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—আবদুর রব,
অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন),
বিসিআইপি।